রশীদ জামীল

যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো

যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো

রশীদ জামীল

কালান্তর প্রকাশনী

দ্বিতীয় সংস্করণ : জুলাই ২০২২
প্রথম প্রকাশ : জুলাই ২০২০

©: লেখক

মূল্য : ৳ ২৩০, US $ 10. UK £ 7

প্রচ্ছদ : হামীম কেফায়েত

প্রকাশক
কালান্তর প্রকাশনী
বশির কমপ্লেক্স, ২য় তলা, বন্দরবাজার
সিলেট। ০১৭১১ ৯৮৪৮২১

ঢাকা বিক্রয়কেন্দ্র
ইসলামী টাওয়ার, ১ম তলা
বাংলাবাজার, ঢাকা।
০১৩১২ ১০ ৩৫ ৯০

বইমেলা পরিবেশক
নহলী, বাড়ি-৮০৮, রোড-১১, অ্যাভেনিউ-৬
ডিওএইচএস, মিরপুর, ঢাকা-১২১৬

অনলাইন পরিবেশক
রকমারি, রেনেসাঁ, ওয়াফি লাইফ

মুদ্রণ : বোখারা মিডিয়া
bokharasyl@gmail.com

ISBN : 978-984-96712-5-1

Je Kali Kolonker Cheo Kalo
by **Rashid Jamil**

Published by
Kalantor Prokashoni
+88 01711 984821
kalantorprokashoni10@gmail.com
facebook.com/kalantorprokashoni
www.kalantorprokashoni.com

All Rights Reserved
No part of this publication may be reproduced, distributed, or transmitted in any form or by any means without the prior written permission of the publisher, except in the case of brief quotations embodied in critical reviews and certain other noncommercial uses permitted by copyright law.

উৎসর্গ

আমেরিকায় যখন আমাদের হয়ে কথা বলার কেউ ছিলেন না, তখন তিনি কথা বলেছেন। তিন দশক থেকে বলে যাচ্ছেন বিরামহীন। শারীরিক চাপ, বয়সের ছাপ কিছুই দমিয়ে রাখতে পারেনি মানুষটিকে। বাংলাদেশের বিখ্যাত বুজুর্গ বায়মপুরি রাহমাতুল্লাহি আলাইহির স্নেহধন্য এই মানুষটি নিউইয়র্কে আমাদের মাথার উপরে ছাতা হয়ে আছেন ভাবলে বুকটা বড় হয়ে যায়।

প্রফেসর মাওলানা মুহিব্বুর রহমান
মাদানি একাডেমি নিউইয়র্কের প্রেসিডেন্ট।
আমেরিকায় মাদানিপরিবারের বিশ্বস্ত ঠিকানা।

আল্লাহ তাঁকে আফিয়াতের সঙ্গে দীর্ঘজীবী করুন।

কালান্তর প্রকাশিত-প্রকাশিতব্য লেখকের আরও কিছু বই

- হুমুল্লাজিনা
- বিশ্বাসের বহুবচন
- জ্ঞান বিজ্ঞান অজ্ঞান
- আহাফি
- মমাতি
- পাগলের মাথা খারাপ
- সুখের মতো কান্না
- একটি স্বপ্নভেজা সন্ধ্যা
- বিরাট ওয়াজ মাহফিল
- যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো
- সেদিনও বসন্ত ছিল
- কাঁচের দেয়াল
- পৃথিবীর মেরামত
- ওয়াসিলা
- মুমিনের নামাজ

ভূমিকা

কিছু কথা এমন থাকে, যা গেলা যায় না আবার উগরে ফেললেও মসিবত। গিলে ফেললে ফোঁড়া জিইয়ে রাখা হয়। কাজটি ভালো হয় না। ইনফেকশন হতে পারে। উগরে দিলে বন্ধু-স্বজনদের জন্য হজম করা একটু মুশকিল হয়ে যায়। ফারসিতে বলে—গুইয়ম মুশকিল, নাগুইয়ম মুশকিল! বললেও বিপদ, না বললেও বিপদ।

বাংলাদেশের ইসলামি রাজনীতি, ইসলামি আন্দোলন এবং কওমি অঙ্গান নিয়ে বিক্ষিপ্তভাবে অনেক লেখা হয়ে যায়। কিছু লেখা অনলাইনে পাবলিশ করেছি। সেটাও একটু কাটছাট করে। আজকাল অনলাইনে গবেষকের অভাব নেই। ১৩ পারার হাফিজ, ২১ পারা থেকে তিলাওয়াত করলে ভুল ধরে বসে—'কী সব হাবিজাবি বলছেন! এগুলো কুরআনের কোথায় পেলেন! আমিও তো হাফিজ। কই! আমি তো পেলাম না! যত্তসব!'

বাংলাভাষায় একটি কথা আছে, সুখের কপাল ঝাড়ু দিয়ে চুলকানো। আমাদের অনেককে এই স্বভাবটা পেয়ে বসেছে। ব্যাপারটি আমাদের জন্য অলংকার হয়ে ইতিহাস হতে পারত—এমন বিষয়কেও আমরা কলঙ্কের ক্যানভাসে সাজিয়ে রাখি। ঐতিহ্যের আয়নায় কালি মেখে দিই; যে কালি আবার কলঙ্কের চেয়েও কালো হয়।

লেখাগুলো মলাটবন্দি করার আগে একটু ঢেলে সাজানো হয়েছে। একটু পরিমার্জন, একটু সংযোজন করা হয়েছে। কিছু লেখা অনলাইন পাঠকের কাছে পঠিত মনে হলেও নতুন মার্জনায় আবার পড়তে আশাকরি মন্দ লাগবে না।

লেখাগুলো মলাটবন্দি করার জন্য কালান্তরকে ধন্যবাদ। এডিটিংজনিত খাটাখাটুনির জন্য আবুল কালাম আজাদ এবং তাঁর টিমকে কৃতজ্ঞতা। শুভকামনা সকলের জন্য।

রশীদ জামীল
নিউইয়র্ক
১০ জুলাই ২০২০।
rjsylbd@gmail.com

সূচি

অক্ষমতা আমায় ক্ষমা করো ৯
সংবিধিবদ্ধ সতর্কীকরণ অতি জজবা কওমের জন্য ক্ষতিকর ১৪
মাননীয় প্রধানমন্ত্রী বার্তাটি যেন মিথ্যে হয় ২৪
স্বীকৃত সনদ একটি নতুন সকালের সূর্য ২৮
সনদের স্বীকৃতি এবং স্বাধীনতার জয় ৩২
খেলারাম খেলে যা ৪৭
যে কালি কলঙ্কের চেয়েও কালো ৫০
তৃষিতের তৃষ্ণা নিবারণে ৫৯
কী যাতনা বিষে, আহা বুঝিবে সে কীসে কভু আশীবিষে দংশেনি যারে ৬৩
আদর্শের গায়েবানা জানাজা ৭০
মাওলানা ভাসানীর 'খামোশ' এবং আমিরুল মুমিনিন ড. কামাল হোসেন ৭৫
টিকেটের লাইন ৮২
মজলিস-জাপা চুক্তি : বৈচিত্র্যের মাঝে ঐক্যের খোঁজ ৮৬
এবং কথা সেই আগেরটাই ৯০
একটি আফসোসের অপমৃত্যু ৯৩
ইসলামি সিয়াসিস্থান ৯৬
সাকসেস ফরমুলা : ভিশন টি টুয়েন্টি এইট ১০২
আহমদ শফি এবং মিডিয়াবাজি ১০৫
অফেন্স ইজ বেটার দ্যান ডিফেন্স ১১০
আসলেই কি আমরা মিডিয়া ডিজার্ভ করি ১১৬
ইদানীং তাবলিগ ১১৯
জাহান্নামের উদ্বোধনী ভাষণ ১২৫
রক্তাক্ত টঙ্গী মারল কারা, মরল কে ১২৮
স্টিয়ারিং হাতে রাখতে হবে ১৩১
ভণ্ডদের গুন্ডামি : রক্তাক্ত হলো পর্যটন নগরী জাফলং ১৩৩
স্বপ্ন ছোঁয়ার স্বপ্ন এবার সফল হবে ১৩৬
স্বপ্ন ভাঙার শব্দ ১৪২
বহুবচন নিয়ে আরও কিছু খুচরো কথা এবং দৃষ্টিভঙ্গির রিপ্রেজেন্টেশন ১৪৮

অক্ষমতা আমায় ক্ষমা করো

'এই পৃথিবীতে কিছু মানুষকে রাজনীতি করার যোগ্যতা দিয়ে সৃষ্টি করা হয়নি। আমার সৌভাগ্য যে, আমি সেই দলের।' ২০০৮-এর একুশে গ্রন্থমেলায় প্রকাশিত *নষ্ট রাজনীতি* বইতে লিখেছিলাম কথাটি। ১১ বছরের মধ্যে একবারও মনে হয়নি ভুল বলেছিলাম।

আমার একটি ভালো গুণ আছে। নিজের গুণ নিজেকেই বলতে হচ্ছে। কার দায় পড়েছে নিজের খেয়ে বনের মেষ তাড়াবে? গুণটি হলো, 'আমি যে অনেক কিছুই জানি না, এই কথাটি আমি জানি।' আর জানি বলেই ভালো থাকি।

সব কাজ সবাইকে দিয়ে হয় না। বিশেষত আমার মতো লিমিটেড জ্ঞানের কারও দ্বারা। যে কারণে একটা নিয়েই পড়ে থাকি। আমাকে যারা টুকটাক পড়েন, তাদের জানা থাকার কথা, ২০১৩-এর আগ পর্যন্ত রাজনীতি নিয়েই বেশি লিখতাম। কেউ যখন বলত, 'তুমি রাজনীতি করো না, তাহলে রাজনীতি নিয়ে মাথা ঘামাও কেন?' তখন বলতাম, আমি রাজনীতি নিয়ে মাথা না ঘামালেও রাজনীতি আমাকে ঘামায়। তাই কথা বলি। আর রোগ নিয়ে কথা বলার জন্য রোগী হতে হবে এটাই-বা কে বলেছে?

এরপর...

... তারপর

২০১৩ থেকে সেই আগ্রহেও ভাটা পড়ে। আস্তে আস্তে নিজেকে দূরে সরিয়ে আনতে থাকি। অনুরোধের ঢেঁকি গেলা ছাড়া রাজনীতি নিয়ে স্বেচ্ছায় খুব একটা লিখেছি বলে মনে নেই। আজ কথাগুলো বলার কারণ, কিছু ভাই নক করছিলেন দুয়েকটি রাজনৈতিক সংগঠনের চলমান ইতিনেতি প্রসঙ্গে কিছু বলার জন্য।

দুই.

রাজনৈতিক সংগঠনের প্রতি কোনো দিনই আসক্ত ছিলাম না। আজকাল সাহিত্য-সাংস্কৃতিক সংগঠনগুলোর প্রতিও নিরাসক্ত হয়ে পড়ছি। কারণ, রাজনীতি। আমি জানি

আমার আসক্তি বা নিরাসক্তিতে একরতি কিছুও যাবে আসবে না। কী করব! এ আমার অক্ষমতা।

আমি ঠিক করেছি কোনো দিন যদি একটি সাহিত্য-সংগঠন দাঁড় করানোর সুযোগ পাই, তাহলে অবশ্যই একটি কাজ করব। অবশ্যই সেটি হবে রাজনীতিমুক্ত সাহিত্য-সংগঠন।

না, আমি মোটেও এ কথা বলার চেষ্টা করছি না যে, কেউ রাজনীতির সঙ্গে জড়িত থাকলে তিনি লেখালেখি করতে পারবেন না; অথবা সাহিত্য-সংগঠনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট হতে পারবেন না। আমি এমন অনেক লেখকের কথাও জানি, যাঁরা একই সঙ্গে যেমন ভালো লেখক ছিলেন, তেমন ভালো রাজনীতিবিদও।

তাহলে কেন এভাবে বললাম?

কারণ, লক্ষ করেছি—ঢেঁকি স্বর্গে গেলেও যেমন ধান ভানার বাইরে কিছু করতে চায় না, ঠিক তেমনি রাজনীতিকরা যেখানেই যান, রাজনীতি তাদের সঙ্গেই থাকে। সমস্যা ছিল না। রাজনীতি নীরব থাকলে সমস্যা ছিল না; কিন্তু থাকে না। নীরবে সরব হয়ে ওঠে। ব্যতিক্রম যে একেবারেই নেই তা না, তবে সংখ্যাটা একেবারেই অনুল্লেখযোগ্য।

রাজনীতিমুক্ত সাহিত্য-সংগঠনের আইডিয়াটি স্বত্বমুক্ত। কেউ চাইলে ব্যবহার করতে পারেন। আপত্তি নেই।

তিন.

যখন রাজনীতি নিয়ে অনেক লিখতাম, তখন একটি কথা বলতে বলতে মুখে ফেনা চলে আসত। যারা সমালোচনার একটাই অর্থ শিখেছে—বিরোধিতা, তারা এসে বলত, 'খুব তো সমালোচনা করলেন, এতই যদি বুঝেন, তাহলে করে দেখান না কেন?' তখন সেই আগের কথাটাই অন্যভাবে বলতাম, সব কাজ সবাই করতে হয় না। আমার কাজ আমি করব, আপনার কাজ আপনি। অন্যেরটা তারা। আমি যেমন আপনার রাজনীতি করতে পারব না, আপনিও তো আমার লেখাটা লিখতে পারবেন না।

তখন যদি বলত, তাহলে রাজনীতি নিয়ে কথা বলেন কেন? তখন বলতাম, রাজনীতি নিয়ে কথা বলার জন্য রাজনীতির খাতায় নাম লেখাতে হবে—এটি রাজনীতির কোন কিতাবে জানি লেখা আছে? জবাব মিলত না। তখন বলতাম, কারও শরীর যদি কাটাছেঁড়া থাকে, তাহলে সেখানে লবণ পড়লে একটু জ্বালাপোড়া করবেই। দোষ তো লবণের না। মলম-পট্টি ব্যবহার করলেই হয়।

সিলেটের ফটোসাংবাদিক আমার বন্ধু দুলাল মজা করে বলত, 'একজায়গা থেকে দেখে দেখে লিখলে সেটাকে বলে নকল; আর কয়েক জায়গা থেকে জড়ো করলে সেটা হয়

গবেষণা।' এই সূত্রে আজকাল যেমন লেখক থেকে গবেষকের সংখ্যা বেশি; একই কায়দায় রাজনীতিবিদ থেকে রাজনৈতিক আলোচক; আরও সুনির্দিষ্ট করে বললে ভার্চুয়াল আলোচক।

ভাবি, অনলাইনে একেক দলের যে পরিমাণ কাজ আর কর্মসূচি পালিত হয়, তার সিকিভাগও যদি মাঠে-ময়দানে হতো, তাহলে বাংলাদেশে ইসলামি রাজনীতির চেহারা হতো অন্যরকম।

চার.

একটি কথা এর আগেও বলেছি। ইসলামি রাজনীতিকে ইসলামি রাজনীতিবিদরা বলেন ইবাদত। আমরাও আপত্তি করি না। সহিহ নিয়তে সঠিক তরিকায় করলে অবশ্যই সেটা ইবাদত। এখন কার নিয়তে কী আছে, সেটা আমাদের জানার সুযোগ নেই। আমাদের কথা বলতে হয় বাহ্যিক আচার-আচরণ এবং কথাবার্তা দেখে। আর এখানটায় এসেই প্যাঁচ খেয়ে যেতে হতো।

ইসলামি সংগঠনগুলো মানুষকে ইসলামের দাওয়াত দেবে। দাওয়াতি কাজের শর্ত হলো দুটি :

১. বিল-হিকমাহ।
২. বিল-মাওইজাতিল হাসানাহ।

কৌশল এবং সুন্দর ভাষায় মানুষকে আহ্বান করতে হবে। এটি আর আমার কথা নয়। আল্লাহর দেওয়া ফরমুলা। এখন কেউ যদি দুই সূত্রের বাইরে গিয়ে কাজ করে, তাহলে সেটাকে আমরা ইসলামের দাওয়াতের কাজ বলতে রাজি হব না।

আজকাল ইসলামি রাজনীতির অনেক কর্মীর পিলে চমকানো মুখের ভাষা শুনলে শয়তানও শরম পায়। মুখ থেকে এখনো মায়ের দুধের গন্ধ ভালোভাবে দূর হয়নি; অথচ প্রতিপক্ষ দলের তার বাবার সমান আলিম-উলামা সম্বন্ধে একসময়ের টানবাজারের ভাষায় মন্তব্য করতে থাকে। আর এরাও আবার সেই পর্যায়ের স্মার্ট, যারা এখনো এমবি দিয়ে ইন্টারনেট ব্যবহার করে। ডাটা বলতে শিখেনি। অবশ্য শেষ কথাটি আরও অনেকের বেলায় প্রযোজ্য। অনেক সাধারণ শিক্ষিত জনকেও বলতে শুনি, 'আমার ফোনে এমবি নাই!' সাধে কি আর বাংলাদেশের ছেলেরা 'আই এম জিপিএ ফাইভ' হয়!

এই যে অধঃপতন—ইসলামি রাজনৈতিক দলের কর্মীদের কথা বলছি, এর দায় তাদের বড়দের উপরও বর্তায়। *বঙ্গমাতা* কবিতায় রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন,

সাত কোটি সন্তানেরে, হে মুগ্ধ জননী
রেখেছ বাঙালি করে, মানুষ করনি।

আমাদের ইসলামি রাজনীতির পুরোধাগণ তাদের কর্মীদের সেই তরবিয়তটুকু দিয়ে অনলাইনে ছাড়েননি, যেটি থাকলে অন্যসব রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ সম্বন্ধে মন্তব্য করার আগে অন্তত ভাষাগত শালীনতার দিকটি তারা মাথায় রাখত।

বলব না বলব না বলে বেশ কিছু কথা বলে ফেললাম। কথাগুলো বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দল বা সাহিত্য-সংগঠনের দিকে টেনে নেওয়ার কোনো কারণ নেই। কথাগুলো তাদের জন্য প্রযোজ্য, যাদের সঙ্গে যায়। যাদের সঙ্গে যায় না, তাদের দিকে টেনে নেওয়া মানে খামাখা ত্যানা প্যাঁচানো।

পাঁচ.

বানর পুষতে নেই। কারণ, বানরকে একবার মাথায় উঠিয়ে ফেললে আর নামানো যায় না। মুফতি ফয়জুল্লাহ একজন আলিম। ইসলামি আন্দোলনের সাহসী এক কণ্ঠ। তাঁকে ঘিরে শাপলাকেন্দ্রিক কথা থাকতে পারে। কথা তো আরও অনেককে নিয়েই আছে। যত কথাই থাকুক, কোনো কথা দিয়েই এমন ঘটনা হালাল করা যাবে না। কেউ যদি এই ঘটনাকে সাপোর্ট করার চেষ্টা করেন, তাহলে সেটা হবে চরম ঐতিহ্যঘাতী ব্যাপার। ইতিহাস তাঁকেও একদিন টার্গেট বানাতে পারে।

আমাদের একটা ঐতিহ্য ছিল। এখনো আছে কিছুটা। গুটি-কতেক উচ্ছৃঙ্খল ছেলের কারণে এই ঐতিহ্য ম্লান হয়ে যাক—আমরা এটা কীভাবে চাইতে পারি! কওমি অঙ্গনকে কলঙ্কিত করা এই ছেলেদের দমন করতে না পারলে সামনের দিনে এমন পরিস্থিতি যে বার বার এবং অন্য কারও দিকে ফিরে আসবে না; কেউ কি হলফ করে বলতে পারবে?

কথা আছে অনেক। কথা আরও অনেকেরই থাকতে পারে। যাদের নিয়ে কথা, কথা তাঁদেরও থাকতে পারে। তার মানে তো এই হতে পারে না যে, আমরা শালীনতা ভুলে যাব! একটু সভ্যতা, একটু ভদ্রতা, একটু মরুওয়াত—এই নিয়েই তো সংসার। তা-ও যদি হারিয়ে ফেলি, থাকলটা কী?

কওমি মাদরাসা বেআদব জন্ম দেয় না। সুতরাং কোনো বেআদবের স্থান এই আঙিনায় হতে পারে না। সংশ্লিষ্ট মাদরাসা প্রধানদের কাছে আমাদের বিনীত দাবি, এই বেআদবদের চিহ্নিত করুন। বানরকে গাছে উঠতে দিলে নামাতে পারবেন না।

ছয়.

বাংলাদেশের শীর্ষ আলিমগণের যারা রাজনীতির সঙ্গে জড়িত, তারা দয়া করে ভাবুন। দায় আপনারাও এড়িয়ে যেতে পারেন না। আপনাদের দলের কর্মীরা যখন প্রতিপক্ষ দলের সিনিয়র আলিমদের নাম ধরে ধরে অপমান করে কথা বলে, অত্যন্ত দুঃখজনকভাবে আমরা আপনাদের কাছ থেকে যথাযথ প্রতিক্রিয়া দেখতে পাই না! আপনারা যদি কঠোর হতেন, আপনাদের দলের কোনো কর্মী যখন অন্য দল, পথ বা মতের আলিম নিয়ে বাজে কথা বলে, তখন যদি টুঁটি চেপে ধরতেন, যদি আশকারা না দিতেন, তাহলে এরা এত দুঃসাহস দেখানোর সাহস পেত না।

মনে রাখবেন, এখনই লাগাম টেনে ধরতে না পারলে ঐতিহ্যের অস্তিত্ব বলে আর কিছু বাকি না-ও থাকতে পারে! আজ মুফতি ফয়জুল্লার দিকে বেআদবির তির ছোড়া হয়েছে। কাল এই তির যে আপনার দিকেও ধেয়ে আসবে না, সেই গ্যারান্টি আপনাকে কে দেবে?

এর আগে মাওলানা ফরীদ উদ্দীন মাসউদ সাহেবের ছবিতে জুতা নিক্ষেপ করা হয়েছিল। আমরা তখন বলেছিলাম এই কালচারকে আশকারা দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। ফরীদ মাসউদ সাহেব নিয়ে কথা থাকতে পারে। কথা বলুন। কঠিন ভাষায় বলতে চাইলে বলুন। কিন্তু শুভ্রকেশী একজন আলিমের দাঁড়ির ছবির উপর জুতা নিয়ে ওঠা, এটা প্রতিবাদের ভাষা হতে পারে না। তখন অনেকেই কথাটির গভীরে যেতে চাননি। বলতে চেয়েছেন ফরীদ সাহেবকে ডিফেন্স করার চেষ্টা করা হচ্ছে। আজ বোধ করি তাঁরা অনুধাবন করতে পারছেন। বুঝতে পারছেন বেআদবদের কোনো নীতি থাকে না।

তবুও যদি আমরা না বুঝি, তবুও যদি হুঁশ ঠিকানায় না আসে, বেআদবদের কঠিন হাতে দমন করতে পারা না যায়, তাহলে ধ্বংস হওয়ার জন্য মানসিক প্রস্তুতি শুরু করে দেওয়া দরকার।